দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৫ ...

২৪/৬/২০০১

শিক্ষার করুণ হাল ॥ অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব

রেজানুর রহমান ॥ দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে অভিজ্ঞ শিক্ষক নাই। বিশেষ করিয়া মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরেজী ও অংক বিষয়ের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব প্রকট হইয়া উঠিলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাহারও কোন মাথা ব্যথা নাই। চলতি বৎসরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নকল করার দায়ে কমপক্ষে ৬০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কার হইয়াছে। ইংরেজী ও অংক পরীক্ষার দিনে বহিষ্কারের সংখ্যা ছিল বেশী। এইচএসসি ইংরেজী পরীক্ষায় নকল করা যাইবে না ভাবিয়া সারাদেশে প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দেয় নাই। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সার্বিক দিক পর্যালোচনার পর সহজেই অনুমান করা যাইতেছে বিষয় সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় নকল করিয়াছে। পরীক্ষা চলাকালে বিভিন্ন স্থানে নকলের মহোৎসব প্রদর্শন করিয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বলিয়াছিলেন, পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ করিতে হইলে ক্লাসে পড়াশুনার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরী। বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও আগাম ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হইয়া যাওয়ায় সকল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, প্রতিশ্রুতি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য, পরীক্ষার হলে নকল সরবরাহের দায়ে বহিষ্কৃত শিক্ষক অথবা বহিরাগত তরুণের শাস্তি মওকুফ করার ক্ষেত্রে শুরু হইয়াছে নূতন করিয়া দেন-দরবার। চলতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নকল সরবরাহ অথবা প্রশ্নপত্রের উত্তর বলিয়া দেওয়ার সময় সারাদেশে ২ শতাধিক শিক্ষক বহিষ্কার হন। বোর্ডসমূহের ঘোষণা অনুযায়ী বহিষ্কৃত (১ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষার করুণ হাল

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের কথা থাকিলেও কার্যতঃ বিষয়টি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। জনপ্রতিনিধি অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনেকেই অভিযুক্ত শিক্ষকদের পক্ষে কথা বলিতেছেন। মানবিক বিবেচনায় এইবারের মত মাফ করিয়া দিন– এই আরজি নিয়া অনেকেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ভিড় করিতেছেন। পাশাপাশি নকলের দায়ে বাতিলকৃত কেন্দ্রসমূহের ব্যাপারেও বিভিন্ন পর্যায়ে 'ধরাধরি' শুরু হইয়াছে।

এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে বোর্ডসমূহের ভিজিল্যান্স টীম ছাড়াও শিক্ষা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী ভিজিল্যান্স টীম দায়িত্ব পালন করিয়াছিল। পরীক্ষা চলাকালে এই টীমের কয়েকজন সদস্য নকলবাজদের হামলার শিকার হন। নকল প্রতিরোধ করিতে গিয়া সারাদেশে কমপক্ষে ৫০ জন শিক্ষক লাঞ্ছিত হইয়াছেন। কিন্তু কোন ঘটনারই সন্তোষজনক সমাধান হয় নাই। অভিজ্ঞ মহলের মতে, বোর্ডের পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ করিতে হইলে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা নিশ্চিত করা জরুরী। পাশাপাশি বিগত সময়ে নকল সরবরাহের দায়ে যাহারা বহিষ্কৃত হইয়াছিল তাহারা যাহাতে শাস্তি পায় ইহাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বোর্ডের পরীক্ষার দুরবস্থার কারণে মেধাহীন তরুণ-তরুণীর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নকলবাজ ছাত্র-ছাত্রীরা পারিবারিকভাবে উৎসাহ পাইতেছেন। ছেলে-মেয়েরা আসলে স্কুলে যাতায়াত করে কিনা– এই ব্যাপারে দেশের অধিকাংশ অভিভাবক সচেতন নন। স্কুল-কলেজে লেখাপড়া হয় কিনা ইহার জবাবদিহিতাও নাই। যেকোন মূল্যে ডিগ্রী অর্জন করাই লক্ষ্য হইয়া উঠায় অনেকেই পড়াশুনা না করিয়া শুধুই ডিগ্রীর পিছনে ছুটিতেছে। অনেক স্কুল-কলেজে ভর্তির সময় এবং বোর্ডের পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের অস্বাভাবিক ভিড় শুরু হয়। সারা বছর ক্লাসে হাজিরা না দিয়াও বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া যাইতেছে। ইহার ফলে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী নকলের উপর ভরসা করিয়া বোর্ডের পরীক্ষায় অংশ নিতেছে, পাস করিতেছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে গিয়া চরমভাবে ব্যর্থ হইতেছে।

কয়েক মাস পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষক পদে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে ইউনিভার্সিটি পাস অনেক ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজী ইউনিভার্সিটি বানানও শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে নাই। আমার একটি গরু ছিল– অনেকে ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন– আই ওয়াজ এ ডগ।